প্রথম আলো

তারিখ 21 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের পেশোয়ারে সেনাবাহিনী পরিচালিত একটি স্কুলে জঙ্গি হামলায় নিহত হয় অন্তত ১৩৪ শিক্ষার্থী। পাকিস্তানের ইংরেজি দৈনিক *ডন* এক পরিসংখ্যানে বলেছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলায় প্রাণহানির সংখ্যায় বিশ্বের ১ নম্বরে পাকিস্তান

বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলায় নিহত ২১

পাকিস্তানে আবারও রক্ত ঝরল শিক্ষার্থীদের

পাকিস্তানে আবার জঙ্গি হামলায় রক্ত ঝরল শিক্ষার্থীদের। এবার স্কুলে নয়; দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঘটনাস্থল বিক্ষুব্ধ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সেই পেশোয়ার। এখানেই এক বছরের কিছুটা বেশি আগে ২০১৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর পরিচালিত একটি স্কুলে হামলায় প্রাণ হারিয়েছিল কচি ১৩৪টি প্রাণ।

বিবিসি, রয়টার্সসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গতকাল বুধবারের এ হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন শিক্ষকসহ অন্তত ২১ জন। আহত আরও অনেকে। হতাহত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের মাথায় গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা।

খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের চারসাদা শহরে রক্তক্ষয়ী এ হামলার দায় তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করেন পাকিস্তান তালেবানের জ্যেষ্ঠ কমান্ডার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

■ ভারতের প্রতিক্রিয়া—বিপদের যৌথ মোকাবিলা চাই : পৃষ্ঠা-৭

আবারও রক্ত ঝরল শিক্ষার্থীদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উমর মনসুর। তবে পরে সংগঠনটির মুখপাত্র মোহাম্মাদ খোরাসানি তা প্রত্যাখ্যান করে এ হামলাকে 'ইসলামবিরোধী' বলে আখ্যায়িত করেন।

ব্রিটিশ পত্রিকা *দ্য গার্ডিয়ান*-এর এক তথ্য অনুযায়ী, গত ১৩ মাসে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশ কয়েক দফা রক্তাক্ত হামলা চালানো হয়েছে। গত বছরের এপ্রিলে কেনিয়ার উত্তরাঞ্চলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমালিয়াভিত্তিক আল-শাবাব জঙ্গিদের হামলায় প্রাণ হারান ১৪৭ জন। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি দৈনিক *ডন* এক পরিসংখ্যানে বলেছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হামলায় প্রাণহানির সংখ্যায় বিশ্বের এক নম্বরে পাকিস্তান।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এ রকম হামলা কেন হচ্ছে? এ নিয়ে বিশ্লেষকেরা নানা মত দিয়েছেন। একটা সরল উত্তর হলো, এখানে হামলা চালানো সহজ; যা বিভিন্ন দূতাবাস, সামরিক ঘাঁটি, এমনকি বড়সড় হোটেলগুলোতেও সম্ভব নয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত অরক্ষিত থাকাতেই একে হামলার সহজ লক্ষ্যবস্তু বানাচ্ছে সন্ত্রাসীরা। এর আরও কারণ আছে। যেমন সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যই হলো রাষ্ট্রের বৈধতা ও কর্তৃত্বকে ক্ষুণ্ন করা। পৃথিবীর অনেক স্থানেই সন্ত্রাসীরা এ ক্ষেত্রে স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে রাষ্ট্রের একমাত্র সহজে নাগালযোগ্য লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করে।

গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সকাল তখন প্রায় নয়টা। কুয়াশায় মোড়া বাচা খান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মাত্রই জড়ো হচ্ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। যাঁর নামে এই বিশ্ববিদ্যালয়, সেই খান আবদুল গফফার খান বা বাচা খানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল এক স্মরণ অনুষ্ঠানের। দুপুরে কবিতার আসর মুশাইরা শুরুরও কথা ছিল। শিক্ষার্থীরা ছাড়াও আসরটিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৬০০ অতিথিকে। এ রকমই একটা সময়ে হঠাৎ গুলির শব্দ। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দিকে ছুটে আসতে থাকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। তারই মধ্যে বিস্ফোরণের শব্দ। কেঁপে উঠছিল গোটা ক্যাম্পাসই। প্রায় তিন হাজার শিক্ষার্থীর বেশির ভাগের গতকাল ছুটি থাকায় ছাত্রাবাসে ছিলেন অনেকে।

বাচা খান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পশতুনদের স্বাধীনতাকামী নেতা ছিলেন। ভারতরত্নে ভূষিত এই অহিংস আন্দোলনের নেতা ২৮ বছর আগে গতকালের এই দিনটিতে মারা যান।

একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪০-এ দাঁড়াতে পারে। সেনাবাহিনী বলেছে, হামলা শুরুর পর দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে জঙ্গিদের কবল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মুক্ত করা হয়েছে। নিহত হয়েছে চার বন্দুকধারী।

উদ্ধার অভিযান পরিচালনাকারীদের মুখপাত্র বেলাল আহমেদ ফাইজি ১৯ জনের মরদেহ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছেন। তবে নিহত ব্যক্তির সংখ্যা অন্তত ২১ জন বলে জানিয়েছেন পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) সাঈদ ওয়াজির। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন অন্তত একজন শিক্ষক। অন্যরা শিক্ষার্থী, নিরাপত্তারক্ষী ও পুলিশ সদস্য। তিনি আরও বলেন, 'ক্যাম্পাসের ভেতরে ছাত্রাবাসেই মূলত হামলা হয়েছে। ছাত্রাবাসের ছাত্ররাই গুলিবিদ্ধ হয়ে বেশি মারা গেছেন।'

প্রত্যক্ষদর্শী এক ছাত্র বলেন, হামলাকারীরা তাঁদের মতোই হবে। বয়স একই রকম হলেও পরনে ছিল সামরিক পোশাক। হাতে ছিল একে-৪৭ রাইফেল। এই ছাত্রের কথায়, 'আমাদের ক্লাস ছিল না বলে ছাত্রাবাসে ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎই গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়।'

আরেক ছাত্রের কথায়, 'গুলির আওয়াজ শুনে আমরা পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রসায়নের একজন শিক্ষক আমাদের ভেতরে ঢুকতে বলেন। ঘরে ঢুকতেই তাঁর মাথায় গুলি লাগে। লুটিয়ে পড়েন তিনি। এরপর ঘরের পেছনের দেয়াল টপকে পালাই।'

পুলিশ জানায়, সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়েছিল অন্তত চারজন জঙ্গি। নিরাপত্তা বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছানোর পর শুরু হয় দুই পক্ষের গোলাগুলি। এর আগে সেনাবাহিনী গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে। তখন জঙ্গিরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পাসে হামলা চালাচ্ছিল। সেই অনুযায়ী নামানো হয় কমান্ডো বাহিনী। প্রথমেই কমান্ডোরা দুই জঙ্গিকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। পরে আরও দুজনকে। হামলাকারীদের সঙ্গে আত্মঘাতী বেল্ট না থাকলেও গ্রেনেড ছিল বলেও জানায় পুলিশ।

এদিকে হামলার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ বলেছেন, 'এই মাতৃভূমি থেকে সন্ত্রাসের আতঙ্ক উপড়ে ফেলতে আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'